31 AUG 2016
31 AUG 2016
20

কালের কণ্ঠ

কক্সবাজারের পেকুয়ার বারবাকিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষেই খাচ্ছে দুপুরের খাবার। ছবি : কালের কণ্ঠ

স্কুলে রান্না স্কুলেই খাওয়া

তোফায়েল আহমদ, কক্সবাজার ▷

ঘুমের সময়টুকু বাদে দুরন্ত শিশুদের যেন দম ফেলার ফুরসত নেই। শিক্ষক-অভিভাবকের কড়া শাসনে লেখাপড়ার সময়টুকুতে দুষ্টুমিতে একটু রাশ টানা থাকে বটে। তবে এর বাইরে পুরোটা সময়ই ওরা থাকে শশব্যস্ত। চলে বিরামহীন ছোটাছুটি, হুল্লোড়। স্কুলে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকেও চলে দুরন্তপনা। আর তাই ওদের ক্ষুধাটাও থাকে বেশি। তৈরি হয় পুষ্টির বাড়তি চাহিদা। কিন্তু স্কুলের নির্দিষ্ট সময়টাতে সেই ক্ষুধা নিবারণের যুতসই সুযোগটা মেলে না।

ছোট্ট শিক্ষার্থীদের ক্ষুধা নিবারণ, পুষ্টির চাহিদা পূরণ সর্বোপরি পড়ালেখায় মনোযোগ ধরে রাখতে দেশের গ্রামীণ জনপদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেওয়া হয়েছে 'মিড ডে মিল' কর্মসূচি। আর দিন দিন বাড়ছে এই কর্মসূচির ব্যাপকতা। প্রাথমিকের ছোট্ট শিক্ষার্থীরা যে টেবিলে স্কুলের বই-খাতা নিয়ে লেখাপড়া করছে, সেই টেবিলে বসেই খেয়ে নিচ্ছে দুপুরের পুষ্টিকর খাবারও। তা-ও আবার সকাল বেলায় ঘর থেকে টিফিন বক্সে আনা বাসি বা ঠাণ্ডা খাবার নয়, একদম গরম টাটকা খিচুড়ি। এতে করে গ্রামের দূরদূরান্তের শিশুদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘক্ষণ অভুক্ত থাকতে হচ্ছে না। দুপুরে তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় বিদ্যালয় থেকে শিশুদের পিছুটানের শঙ্কাও দূর হচ্ছে। সেই সঙ্গে শিশুরা হচ্ছে পুষ্টিতে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৫

'মিড ডে মিল' স্কুলে রান্না স্কুলেই খাওয়া

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সমৃদ্ধ।

কক্সবাজারের পেকুয়া, রামু ও উখিয়া উপজেলার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে 'মিড ডে মিল' কর্মসূচি। এসব বিদ্যালয়ের কমপক্ষে দুই হাজার শিক্ষার্থী এখন বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বসেই দুপুরে টাটকা খিচুড়ি খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

চতুর্থ শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থী রুখসানা জান্নাত তামান্না, সানজিদা জান্নাত তোফা ও নিশাত তাজনিন তাহিয়ার স্কুল ছুটি হয় প্রতিদিন বিকেল ৪টায়। সেই সাতসকালে মুখে কিছু দিয়েই ছোটে ওরা স্কুলে। টানা সাত-আট ঘণ্টা থাকতে হয় স্কুলে। ছুটির পর ঘরে পৌঁছতে সময় লাগে আরো ঘণ্টাখানেক। দীর্ঘ সময় অভুক্ত থেকে এসব কোমলমতি শিশুর হাঁটার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না। দিনের পর দিন একই চিত্র। অবশেষে ওদের সেই কষ্ট লাঘব হয়েছে। পেকুয়া উপজেলার বারবাকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের এই চিত্র গত সোমবার বদলে গেছে।

সরেজমিনে গত সোমবার দেখা গেছে, বারবাকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে যে টেবিলে বই-খাতা নিয়ে লেখাপড়া করছে সেই টেবিলে বসেই দুপুরের খাবার খাচ্ছে শিশু শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ে তাৎক্ষণিক রান্না করা ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ি। টিফিন ছুটিতে পুরো স্কুলটিতেই গরম খিচুড়ির সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। শ্রেণিকক্ষের টেবিলে টেবিলে প্লেটে গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে শিশুর দল হয়ে ওঠে আনন্দে আত্মহারা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাছির উদ্দিন বললেন, 'লেখাপড়ার প্রতি শিশু-কিশোরদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সরকারি উদ্যোগে এটি একটি চমৎকার পদক্ষেপ। এই কর্মসূচির নাম 'মিড ডে মিল' অর্থাৎ দুপুরের খাবার।'

এদিন দুপুরে বারবাকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেও পাওয়া গেল খিচুড়ি রান্নার সুগন্ধ। বিদ্যালয় আঙ্গিনায় স্থানীয় সাইফুল বাবুর্চি বিরাট ডেকচিতে পাকাচ্ছেন এই খিচুড়ি। বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান নয়, তার পরও খিচুড়ি রান্নার মহাযজ্ঞে পুরো স্কুল আঙ্গিনায় বিরাজ করছে অন্যরকম পরিবেশ। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান জানালেন, একজন শিক্ষার্থীর জন্য মাসে চার কেজি চাল এবং আধা কেজি করে মসুর ডাল দিলেই এক মাসের 'মিড ডে মিল' অর্থাৎ দুপুরের খাবার হয়ে যায়। বিদ্যালয়ের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির এ রকম ২০২ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবক চাল ও মসুর ডাল প্রদান করেছেন। বারবাকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য ২২ কেজি চালের সঙ্গে পাঁচ কেজি মুরগির গোশত ও পাঁচ কেজি সবজি দিয়ে পাকানো হয় সুস্বাদু খিচুড়ি।

পেকুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মারুফুর রশিদ খান জানান, শিক্ষার্থীপিছু প্রদত্ত চাল-ডাল দিয়েই পুরো কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে রান্নার জন্য ডেকচি-চামচসহ অন্যান্য জিনিস কিনতে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। অভিভাবক নুরতাজ বেগম জানালেন, তাঁর দুই মেয়ে পড়ে এই বিদ্যালয়ে। তিনি দুই মেয়ের জন্যই চাল ও ডাল দিয়ে কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকদের তাগিদ দিয়ে আসছেন। প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি হলো—শিশুরা বছরের প্রথমার্ধে বই পাচ্ছে, সময়মতো পরীক্ষা এবং ফলও পাচ্ছে। উপবৃত্তিও পাচ্ছে। অর্থাৎ পড়ালেখার প্রয়োজনীয় সাপোর্ট পাচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। কিন্তু কোমলমতি ছোট্ট শিশুরা স্কুলে দীর্ঘ সময় ধরে উপোস থাকছে। এতে করে অনেক শিশু স্কুলে যেতে আগ্রহ হারাচ্ছে। প্রকাশ করছে অনীহা। আবার অনেকে ক্ষুধার জ্বালায় পড়ালেখা থেকে পিছুটানও দিতে বাধ্য হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কিছু একটা করার উপায় খুঁজতে গিয়েই এই 'মিড ডে মিল' কর্মসূচি।

কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. আলী হোসেন গত সোমবার পেকুয়ার বারবাকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'মিড ডে মিল' কর্মসূচির উদ্বোধন করতে গিয়ে এমন সব তথ্য দিলেন। বললেন, 'একটি শিশু ঘরে অবস্থান করলেও দুপুরের খাবারটুকু খেত। আর সেই শিশুটি স্কুলে এসে তার ঘরের খাবারটুকুই খাবে। এতে করে তার ঘরের তেমন ক্ষতি তো হবেই না বরং শিশুটি পুষ্টিতে তরতাজা থাকবে; তেমনি পড়ালেখায় থাকবে অধিক মনোযোগী।'